খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইনস্টাগ্রাম।
Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)
EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র
খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 15 ● Bardhaman ● 15 January 2026 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● ১৮ জানুয়ারি রবিবার শিপতাই হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে খবর সোজাসুজি পত্রিকার বাৎসরিক অনুষ্ঠান।সকলের সাদর আমন্ত্রণ।

● তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালির পাল্টা বিজেপি এবার নন্দীগ্রামে টোটোয় মাইক বেঁধে বুথে বুথে প্রচার শুরু করেছে অনুন্নয়নের পাঁচালি !

● মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য গলা ফাটাচ্ছেন পরাজিত অধীর চৌধুরী, দেখা মিলছে না বিপুল ভোটে জয়ী মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী এমপি ইউসুফ পাঠানের,অভিযোগ।

● "চুরির টাকায় জেতা একটি দল।সরকার চালাচ্ছে ধারের টাকায়।তারা কেন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করবে ধর্মস্থান বানাতে ? আমাদের সংবিধান কি বলেছে সরকারি টাকায় ধর্মীয় স্থান বানানো যাবে। প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন তুলুন", তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে সমাজ মাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

● এতো যখন উন্নয়ন হয়েছে তাহলে গলায় বক্স ঝুলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় উন্নয়নের পাঁচালি শোনাতে হচ্ছে কেন ? মানুষ তো সব দেখতে পাচ্ছে,তাহলে আবার উন্নয়নের পাঁচালি পাঠ করতে হচ্ছে কেন ?

● গণতন্ত্রকে পদদলিত করে ভেনেজুয়েলার অভ্যন্তরে ঢুকে হামলা করে আমেরিকা বন্দী করল ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীকে। যেকোনো অজুহাতে এভাবে কি একটি দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে হামলা করা যায় ? আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে বন্দী করা যায় কোনো দেশের প্রেসিডেন্টকে ? বিশ্বায়নের যুগে আমেরিকার দাদাগিরি আর কতদিন চলবে ? উঠছে প্রশ্ন।

● অভিষেক ব্যানার্জি বলছেন এবারে ভাঙড় চাই।গতবারের থেকে একটা হলেও বেশি আসন চাই।ভাঙড় চাই। অভিষেক কিন্তু একবারও বলছেন না বিজেপিকে শূন্য করে ২৯৪ টা আসনই

(এরপর চারের পাতায়)

শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে স্কুল!

নিজস্ব প্রতিবেদন - বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভৈরবপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। বর্তমানে গিয়ে দেখা গেল মাত্র ৩ জন ছাত্র উপস্থিত আছে। তারা ম্যাডামকে ঘিরে

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভৈরবপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে আছেন একজন মাত্র দিদিমণি।তিনিও আবার ৩১ জানুয়ারি অবসর নেবেন বলে জানা গেছে।তাই নতুন শিক্ষা বর্ষে আর ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না।যে কয়েকজন ছাত্র ছাত্রী আছে তাদেরকে অন্য স্কুলে ভর্তির জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে টিসি দিয়ে দেওয়া হবে বলে জানালেন স্কুলের দিদিমণি মিনতি চক্রবর্তী। খাতায় কলমে ছাত্র ছাত্রীর বর্তমান সংখ্যা ১৪ জন।যদিও শনিবার স্কুলে দাঁড়িয়ে আছে,পড়া দিচ্ছে।স্কুল বন্ধ হয়ে যাবার কথা শুনে তাদেরও মন খারাপ।মন খারাপ মিনতি দেবীরও।মিনতি দেবীর মতো এলাকাবাসীরও আক্ষেপ,স্কুলে যদি নতুন করে নিয়োগ হতো,তাহলে আর স্কুলটা বন্ধ হতো না।ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরও পড়াশোনার জন্য কষ্ট করে দূরে যেতে হতো না।অবিলম্বে নতুন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটিকে চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক রাজ্য সরকার,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

ফেক কল সেন্টারের পর্দা ফাঁস করল চন্ডীতলা থানার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা হুগলি জেলার চন্ডীতলা থানার একাধিক পাসবই ও চেকবই,বিপুল সংখ্যক সিম কার্ড, ওয়েব ক্যামেরা, সিসিটিভি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি

অন্তর্গত আইয়া বাঁধপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বাড়ি থেকে ৭ জনকে গ্রেফতার করল চন্ডীতলা থানার পুলিশ।অভিযানে ৫টি ল্যাপটপ,২৯টি মোবাইল ফোন, বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।গ্রেফতার হওয়া ৭ জন আসামির মধ্যে ৩ জন নেপালের বাসিন্দা,২ জন ঝাড়খণ্ড এবং ২ জন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা

(এরপর তিনের পাতায়)

আবাসনে ভোট,সমীক্ষা করবে কমিশন

অরিজিত চক্রবর্তী - বহুতল আবাসনে ভোট করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন।ভোটারের হার বাড়াতেই কমিশন এই পথে হাটতে চায়।বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে আবাসনে ভোট ইতিবাচক ফল দিয়েছে ভোটারের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে।তাই নির্বাচন কমিশন এ রাজ্যেও ভোটে বহুতল আবাসনগুলিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খুলতে চায়। মূলত বহুতলের বাসিন্দাদের বাইরে ভোট না দিতে গিয়ে আবাসনের মধ্যেই ভোটের ব্যবস্থা করা।এতে বয়স্ক ও অসুস্থরা বাইরে না গিয়ে আবাসনের ভেতরেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কমিশনের যুক্তি, এতে নির্বাচনে

(এরপর দুয়ের পাতায়)

বিশ্ব শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হল বিশ্ব ইজতেমা

নিজস্ব সংবাদদাতা - বিশ্ব শান্তির বার্তা দিয়ে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হল ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সোমবার দুপুরে সমাপ্ত হল বিশ্ব ইজতেমা।শুরু

বিশ্ব ইজতেমা।হুগলির দাদপুর থানার পুইনানে ২ থেকে ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব ইজতেমা। লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সমাগমে মুখরিত হল পুইনান ইজতেমার ময়দান।সোমবার ৫ জানুয়ারি ছিল আখেরি মোনাজাত।দোয়াতে সামিল হতে রবিবার থেকেই হুগলির পুইনানে ইজতেমার ময়দানে হাজির হয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ।বিশ্ব শান্তি হল বাড়ি ফেরার পালা।সুশৃঙ্খল ভাবে বাড়ির পথ ধরেন লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ।আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনও ছিল তৎপর।প্রতিদিনের মতো এদিনও ইজতেমার ময়দানে হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না সহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকবৃন্দ।প্রত্যেকে যাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারেন তার তদারকি করেন বেচারাম মান্না।

পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খন্ডঘোষের তোরকোনায় স্যার রাসবিহারী ঘোষের বসতবাড়ি সংস্কার এবং সংরক্ষণের জন্য শুরু হল সার্ভে হল এবং ডিটেইলস প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরির কাজ।

ছাত্র ছাত্রীদের উদ্যোগে ফুড ফেস্টিভ্যাল এবং পিঠে উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন - শিপতাই মণ্ডলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ছাত্রীদের উপলক্ষ্যে শুক্রবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল পিঠে উৎসব।পিঠে

উদ্যোগে গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি উৎসবকে কেন্দ্র করে ছাত্র ছাত্রীদের

(এরপর তিনের পাতায়)

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 15 ● 15 January 2026

ছেলে খেলা !

শিক্ষকদের নিয়ে এরকম ছেলে খেলা কেন ? সর্বোচ্চ আদালতের কাছ থেকে তো কখনোই এটা আশা করা যায় না। সিদ্ধান্ত তো একটাই হওয়া উচিত। একবার বলছেন ডিসেম্বর'২৫ পর্যন্ত চাকরি থাকবে,আবার বলছেন আগষ্ট'২৬ পর্যন্ত চাকরি থাকবে। শিক্ষকদের নিয়ে এসব হচ্ছে টা কি ? হয় এদের বহাল রাখুন,তা না হলে একেবারে সেঁটে দিন। কারো সামাজিক সম্মান নিয়ে তো এভাবে ছিনিমিনি খেলা ঠিক নয়। চাকরি যদি দিতে না পারেন তাহলে চাকরি খেতে যাচ্ছেন কেন ? চাল কাঁকড় আলাদা করার দায়িত্ব তো আপনাদের ছিল। চাল কাঁকড় আলাদা করতে না পেরে পুরো চালের বস্তাটাই ফেলে দেওয়া বোকামি নয় কি? যারা দুর্নীতি করে চাকরি বিক্রি করলো তারা তো বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে,তাদের শাস্তি দিন। তাছাড়া যোগ্য,অযোগ্য বোঝা না গেলে এদের দিয়ে ক্লাস করানো হচ্ছে কেন? একবার বলছেন যোগ্য অযোগ্য আলাদা করা যায় নি,আবার বলছেন যোগ্য শিক্ষকদের আগষ্ট পর্যন্ত চাকরি বহাল থাকবে। কত রকম কথা ! এরা যদি যোগ্যই হবে তাহলে এদের চাকরি গেল কেন ? আর যদি অযোগ্য হয় তাহলে চাকরির মেয়াদ আগষ্ট পর্যন্ত বাড়ল কেন ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

প্রসঙ্গ এসআইআর

২০০২ সালের ভোটার লিস্টে যাদের নাম ছিল তাদের ২০২৫ সালের ভোটার লিস্টের সঙ্গে ম্যাপিং হওয়া সত্ত্বেও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র অজুহাতে তাদের আবার হেয়ারিংয়ে ডাকা হচ্ছে, চাওয়া হচ্ছে নথি। হয়রানির শিকার হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। নির্বাচন কমিশন তো আগে বলেছিল ম্যাপিং হওয়া ভোটারদের হেয়ারিংয়ে ডাকা হবে না।তাহলে এখন আবার উল্টো সুর কেন ? বৈধ ভোটার যাচাই করার নামে এসব হচ্ছে টা কি ? লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে কেন ? লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি আসলে কি,তা স্পষ্ট করুক নির্বাচন কমিশন। সাধারণ মানুষ তো বুঝতেই পারছে না লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি খায় না মাথায় দেয় ?

জন্মদিনের শুভেচ্ছা

জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ২ জানুয়ারি ছিল খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিকের একমাত্র পুত্র ইরফান মল্লিকের ১১ তম জন্মদিন। খবর সোজাসুজি পত্রিকা পরিবারের পক্ষ থেকে ইরফানকে জানাই জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মানুষের মতো মানুষ হও। তোমার আগামী দিনগুলো সুন্দর হোক।

(প্রথম পাতার পর)

আবাসনে ভোট,সমীক্ষা করবে

সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আরো বাড়বে।এই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে রাজ্যে বহুতল আবাসন চিহ্নিত করতে বলে।সেই মত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর জেলা শাসকদের ভোটের জন্য বহুতল চিহ্নিত করার নির্দেশ পাঠায়।নির্দিষ্ট সময়ের পরেও জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো সদুত্তর আসেনি।বহুতলের এক তলাতেই ভোটের জন্য নির্দিষ্ট করতে বলা হয় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার দিকটি মাথায় রেখে।এদিকে, রাজ্য প্রশাসনও নির্বাচন কমিশনের এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে।রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসও কমিশনের এই প্রস্তাবের বিরোধী।তাদের মতে,এতে ভোটের নিরাপত্তা এবং নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হবে।

রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এই নিয়ে কিছুদিন আগে বহুতল আবাসনগুলির মালিকদের সঙ্গে কলকাতায় বৈঠক করেন।ভার্চুয়ালি ওই বৈঠকে যোগ দেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

তবে সর্বশেষ সূত্রের খবর , নির্বাচন কমিশনের ক্রমাগত চাপে জেলা প্রশাসনগুলি সাতটি জেলায় ৬৯টি বহুতল আবাসন চিহ্নিত করেছে।এর মধ্যে উত্তর কলকাতায় ৮টি,দক্ষিণ কলকাতায় ২টি,উত্তর চব্বিশ পরগনায় ২২টি,দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ২৫টি,হাওড়ায় ৪টি,হুগলিতে ৫টি ও পূর্ব বর্ধমানে ৩টি রয়েছে।প্রাথমিক এই রিপোর্ট জেলাগুলির তরফ থেকে কমিশনকে পাঠানো হয়েছে।তবে কমিশন এতে সন্তুষ্ট নয় যে সব বহুতল আবাসনে তিনশোর বেশি বাসিন্দা,সেখানে কমিশন ভোট কেন্দ্র গড়তে চায়।এই লক্ষ্যে আগামী মাসে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবার পর কমিশন আরেক দফা মাঠে নামতে চাইছে।সেক্ষেত্রে কমিশন নিযুক্ত আধিকারিকরাই বাকি জেলায় বহুতল চিহ্নিত করার কাজে নামবেন।এবারে রাজ্যে বিধানসভার ভোটে ৮১ হাজারেরও বেশি ভোট কেন্দ্র হতে চলেছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

জাতীয় যুব দিবস এবং স্বামী বিবেকানন্দ

পীযূষ সিংহ রায়

জাতীয় যুব দিবস শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক উদযাপন নয়;এটি যুবসমাজের জাতি গঠনে বিশাল ভূমিকার স্মারক।ভারত সরকার ১৯৮৪ সালে ১২ জানুয়ারি দিনটিকে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে ঘোষণা করে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে।তারপর থেকে দেশের বিভিন্ন স্কুল,কলেজ ও সংগঠন এই দিনটি সেমিনার,বিতর্ক,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে পালন করে আসছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যুবসমাজের প্রেরণা

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতায় (তৎকালীন ক্যালকাটা) জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সাহস এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন।

তিনি অন্তর্নিহিত শক্তি,আত্মবিশ্বাস এবং মানবসেবাকে জীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।তাঁর বিখ্যাত আহ্বান ছিল, ''উঠো,জাগো, লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত থেমো না।'' ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় তাঁর বক্তৃতা বিশ্বকে ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান পৌঁছে দেয়। সেখানে তিনি সহনশীলতা,সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং হিন্দু দর্শনের মূল কথা তুলে ধরেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের ভবিষ্যৎ যুবসমাজের হাতে,যারা নির্ভীক, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সমাজসেবায় নিবেদিত হতে হবে।

জাতীয় যুব দিবসের তাৎপর্য

এই দিনটি বিবেকানন্দের শিক্ষাকে উদযাপন করে,যা যুবসমাজকে সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব এবং দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করে।এটি যুবকদের মনে করিয়ে দেয় যে তাদের শক্তি ও দৃষ্টি দেশের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতি বছর জাতীয় যুব সপ্তাহ আয়োজন করে,যেখানে বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,নেতৃত্ব কর্মশালা এবং সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা আজও সমানভাবে প্রযোজ্য,দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে তাঁর আত্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলার ওপর জোর আজও প্রাসঙ্গিক।তাঁর মানবসেবার দর্শন আধুনিক সামাজিক দায়িত্ব ও টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করেছিলেন,''জীবে প্রেম করে যেই জন,সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'' তাঁর ঐক্য ও সহনশীলতার বার্তা আজকের বৈশ্বিক বিভাজন ও সংঘাতের যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় যুব দিবস কেবল স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানানো নয়,এটি ভারতের যুবসমাজের জন্য একটি কর্ম আহ্বান।তাঁর শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একটি জাতির শক্তি শুধু সংখ্যায় নয়,বরং তার যুবসমাজের চরিত্র ও সাহসে নিহিত। শৃঙ্খলা,সেবা ও নির্ভীকতার আদর্শ অনুসরণ করে ভারতের যুবসমাজ একটি শক্তিশালী, সহানুভূতিশীল এবং আলোকিত সমাজ গড়ে তুলতে পারে।সারকথা, জাতীয় যুব দিবস হলো একদিকে উদযাপন, অন্যদিকে দায়িত্ব - বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারকে সম্মান জানানো এবং তাঁর স্বপ্নের শক্তিশালী, প্রগতিশীল ভারতের পথে যুবসমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

পাখিদের ধুলো স্নান

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

স্নান ও পরিপাটি করে নিজেকে গুছিয়ে সাজানো বা পরিমার্জিত করা পৃথিবীজুড়ে পাখিদের নিয়মিত সাজসজ্জার রুটিন। পাখিরা নিজেদের পালক ধুলো ময়লা থেকে পরিষ্কার রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করেছে।ময়লা-মুক্ত পরিচ্ছন্ন পালক পাখির জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ।তাছাড়া পরিচ্ছন্ন পালক পাখিদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে,উড়তে সুবিধা হয় ও তারা সুস্থ থাকে। বেশিরভাগ পাখি জল দিয়ে স্নান করে, তবে অনেক প্রজাতির পাখি ধুলো স্নানও করে। অনেকের মনে হতে পারে পাখিরা ধুলো দিয়ে স্নান করে কেবল নিজেদের নোংরা করে ? অথচ উত্তরটা ঠিক বিপরীত। জল দিয়ে স্নানের মত ধুলো স্নানও পাখির সাজসজ্জা বা প্রজনন প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেক পাখির নিয়মিত ধুলো স্নান তাদের পালককে কন্ডিশনিং করার একটা উপায়। ধুলো স্নানের সময় পাখি তার পুরো শরীরের পালক ও চামড়াকেও ধুলো দিয়ে ঢেকে রাখে। ধুলো অতিরিক্ত তেল শোষণ করে পালককে অতিরিক্ত তেল চিটচিটে হওয়া থেকে রক্ষা করে, কেননা স্বচ্ছন্দে ওড়ার জন্য তাদের দরকার পরিস্কার পালক। তাছাড়া মাইট,উকুন এবং অন্যান্য বাহ্যিক পরজীবী থেকে সুরক্ষিত থাকে।

পাখিরা কিভাবে ধুলো স্নান করে ?

সাধারনত পাখিরা প্রথমে শুকনো ধুলো বা বালিতে পা দিয়ে ঘসে গর্তের মত একটা জায়গা তৈরি করে তারপর পাখিটি তার বুক মাটিতে নামিয়ে দিয়ে স্নানের জায়গাটিকে ঠিকঠাক করার জন্য শরীরকে এদিক-ওদিক করে নেয়।তারপর ধুলো স্নান শুরু করে। এটি হয়ে গেলে পাখিটি তার পালকগুলি ফুলিয়ে ও দ্রুত নড়াচড়ায় ডানা ঝাপটাতে শুরু করে। পাখির শরীর ধুলোয় ঢেকে গেলে ফুলে ওঠা পালকগুলি থেকে ধুলো চামড়ায় পৌঁছে যায়।এমনকি পাখিটি তার মাথা, মুখ ও চঞ্চু ধুলোয় ঘষে নেয়।পাখিটি স্নানে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এই ধুলো স্নান পর্বটি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে।স্নান পর্ব শেষ হয়ে গেলে তারা অতিরিক্ত ধুলো বালি ঝেড়ে ফেলে পাখিরা তখন নিজের এলাকায় চলে যায়।

পাখিরা কখন ধুলো স্নান করে ?

পাখিরা ঋতু নির্বিশেষে বছরের যেকোন সময় ধুলো স্নান করে।এই সময়টা মূলত ঠিক হয় কখন পাখি তার পালক পরিস্কার করার দরকার বোধ করে তার উপর।তবে গরম বা শুকনো পরিবেশে বসবাসকারী পাখিদের মধ্যে যেখানে জলের উৎস কম বা দূরে থাকে তাদের মধ্যে ধুলো স্নান বিশেষভাবে প্রচলিত।ধুলো স্নানের প্রবনতা দিনের সময় অনুসারে ওঠানামা করে। দেখা গেছে দিনের মাঝামাঝি সময়ে পাখিরা বেশি ধুলো স্নান করে।পরিবেশের তাপমাত্রা ২২ºসেঃ এর বেশি হলে এই রকম স্নানের প্রবনতা বাড়তে দেখা গেছে।

কোন পাখিরা ধুলো স্নান করে ?

সব পাখি ধুলো স্নান করে না। তবে কিছু প্রজাতির পাখি অন্যদের তুলনায় বেশ ঘন ঘন ধুলো স্নান করে চড়ুই,রেন,লার্ক ,থ্রাশ, রবিন, ব্লুবার্ড পাখিরা হল পাখি পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত,নিয়মিত ধুলো স্নান করে।আমাদের দেখা চড়ুই পাখি প্রায়শই ধুলো স্নান করে।অনেক শিকারী পাখিরাও ঘন ঘন ধুলো স্নান উপভোগ করে যেমন বন্য টার্কি, কোয়েল ও রিং-নেকড ফিজ্যান্ট ইত্যাদি।

ধুলো স্নান করে চড়ুই পাখি উট পাখিরাও ধুলো স্নান করে।কালিফোর্নিয়ার কোয়েল অত্যন্ত সামাজিক পাখি তাদের রোজকার সামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে একটি হল ধুলো স্নান। কোয়েলের দল এমন একটি জায়গা বেছে নেয় যেখানে মাটি নরম ও আলগা।এই ধুলো স্নান করার জন্য তারা রোদ ঝলমলে জায়গা পছন্দ করে।তাদের পেটের অংশ দিয়ে তারা মাটিতে ২-৫ সেমি গভীর গর্ত করে।এরপর তারা এর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়,ডানা ঝাপটায় বাতাসে ধুলো উড়িয়ে স্নান করে।কিউই,উটপাখি বা বাস্টার্ড পাখিরা তাদের পালক সুস্থ রাখার জন্য ধুলো স্নানের উপর নির্ভর করে।পোষা মুরগীর এই আচরণের উপর অনেক গবেষণা হয়েছে।সাধারণত ধুলো স্নানে মুরগি প্রথমে মাটিতে আঁচড় দেয় এবং খোঁচা দেয়।তারপর তার পালক খাড়া করে এবং বসে থাকে।শুয়ে পড়ার পর খাড়া করে রাখা ডানা কাঁপায়, ধুলোতে মাথা ঘষে এবং এক পা দিয়ে আঁচড় দেয়। পালকের মধ্যে ধুলো জমা হলে পরে তা ঝেড়ে ফেলে। রেন বা চড়াই পাখি প্রায়ই ধুলো স্নানের সাথে জল দিয়েও স্নান করতে দেখা যায়।মোটের উপর যে কোন রকম স্নানের জন্য পাখিরা যে সময় খরচ করে তাতে মনে হয় পালক রক্ষনাবেক্ষন কতটা জরুরী।আসলে পালককে কার্যকর রাখার জন্য অবিরাম যত্ন দরকার।

একশো দিনের কাজ এবং ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে পথে লিবারেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা - একশো দিনের কাজ এবং কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে পথে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন। খেতমজুরদের ১০০ দিনের কাজ ও কৃষকের ধান ও আলুর নায্যমূল্যের দাবিতে বৃহস্পতিবার ‘‘কৃষক বাঁচাও, কৃষিমজুর বাঁচাও’’ প্রতিবাদ যাত্রায় রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করল সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের কর্মীরা। ধনেখালি ১,ধনেখালি ২, বেলমুড়ি ও খাজুরদহ মেলকি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে ১০০ দিনের কাজ এবং ধান ও আলুর ন্যায্য মূল্যের দাবিতে সোচ্চার হলেন লিবারেশন নেতৃত্ব। ক্ষকৃষক বাঁচাও,কৃষিমজুর বাঁচাওক্ষ প্রতিবাদ যাত্রায় এদিন ধনেখালির গ্রামে গ্রামে ধান ও আলুর নায্য মূল্যের দাবিতে সোচ্চার আন্দোলনে পথে নামে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন। হিমঘরের আলু বাইরে পরে আছে,আলু আজ অবিক্রি।রাজ্য সরকার কৃষকদের পাশে নেই কেন,প্রশ্ন তুললেন লিবারেশন নেতৃত্ব।

পুলিশের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা !

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলি গ্রামীণ পুলিশের গোঘাট থানার অন্তর্গত বদনগঞ্জ বিট হাউসের উদ্যোগে পশ্চিমপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুপনগর গ্রামে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা।ছিল মিউজিক্যাল চেয়ার, বালতিতে বল ফেলা,গোল পোস্টে গোল করা প্রভৃতি।অনুষ্ঠানে এলাকার ছেলে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

আটঁপাড়া সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।

(প্রথম পাতার পর) ছাত্র ছাত্রীদের উদ্যোগে ফুড ফেস্টিভ্যাল

মধ্যে ছিল তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনা। ফুড স্টলে রকমারি পিঠে ছাড়াও ছিল পোলাও, ঝালমুড়ি,আলুর দম,ঘুগনি,পকোড়া ইত্যাদি।ফুড স্টলে ছাত্র ছাত্রীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে খাবারের স্টলে ভিড় করেছিলেন শিক্ষক শিক্ষিকারাও।তারা সবাই আনন্দ সহকারে পরখ করলেন বিভিন্ন স্বাদের খাবার।নিমেষের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেল সব কিছু,ফাঁকা হয়ে গেল ফুড স্টল। শুক্রবার ছিল এক সপ্তাহ ব্যাপী চলা গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি’র শেষ দিন।বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি উৎসবের মেজাজে পিঠে উৎসবে মাতলো ছাত্র ছাত্রীরা।পাশাপাশি শিপতাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের উদ্যোগেও গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি উপলক্ষ্যে শুক্রবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল ফুড ফেস্টিভ্যাল।খাদ্য মেলাকে কেন্দ্র করে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ছিল তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনা।ফুড স্টলে ছাত্র ছাত্রীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।শুধু শিপতাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা নয়,শিপতাই হাইস্কুলের ছাত্র ছাত্রী সহ খাবারের স্টলে ভিড় করেছিলেন শিপতাই প্রাথমিক ও শিপতাই হাইস্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারাও।নিমেষের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেল সব কিছু, ফাঁকা হয়ে গেল ফুড স্টল।ঘুগনি থেকে দই ফুচকা সব কিছুই ছিল খাদ্য মেলায়।

ফেক কল সেন্টারের পর্দা ফাঁস করল চন্ডীতলা থানার পুলিশ

(প্রথম পাতার পর)

বলে জানা গেছে।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে অভিযুক্তরা বিভিন্ন গেমিং প্ল্যাটফর্ম ও ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রতারণা করত।এই ঘটনায় হুগলি গ্রামীণ পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের আজ আদালতে পেশ করা হলে বিচারক অভিযুক্তদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।ঘটনার আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাস্তার পাশে ধ্বস !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি ব্লকের গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খানপুর জৌগ্রাম মোড় থেকে জামালপুর যাবার রাস্তায় জৌগ্রাম মোড় থেকে মাত্র তিনশো/ সাড়ে তিনশো ফুট দূরে পিচ রাস্তার পাশে ধ্বস নেমে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন অনেকেই।যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।নজর নেই কারো।নির্বিকার প্রশাসন।অবিলম্বে রাস্তার পাশে গার্ডওয়ালের ব্যবস্থা করুক প্রশাসন,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

খবর সোজাসুজি’র খবরের জেরে নড়ে চড়ে বসল প্রশাসন।রাস্তায় বোর্ড ও পাথর পড়ার প্রায় দেড় বছর পর শুরু হল পথশ্রী প্রকল্পের কাজ।দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর রাস্তার কাজ আবারও শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষজন।পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈরবপুর মহাপ্রভুতলা থেকে ডাকাতিয়া খালের বাঁধের রাস্তার ছবি।

রাস্তার কি শ্রী ! একদম দাঁত বের করা অবস্থা। ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।গুড়াপ এলাকা থেকে তোলা ২৩ নং রাস্তার ছবি।

আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈন’র বাড়িতে এবং আইপ্যাকের অফিসে ইডির অভিযানের প্রতিবাদে অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে পথে ধনেখালি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস।

গুড়াপে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় উপস্থিত নিশিথ প্রামানিক।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

বিশ্ব ইজতেমা - বিশ্বাস,ত্যাগ ও মানবকল্যাণের মহামিলন

মহম্মদ সামিম

ইসলাম ধর্মের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ বিশ্ব ইজতেমা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দাদপুর থানার অন্তর্গত পুইনান এলাকায়।দীর্ঘ ৩২ বছর পর এই ঐতিহাসিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আবার এই বাংলার মাটিতে আয়োজিত হওয়ায় তা এক বিরল তাৎপর্য বহন করে ইংরেজির ২, ৩, ৪ ও ৫ জানুয়ারি ২০২৬ - এই চার দিন ধরে অনুষ্ঠিত এই বিশ্ব ইজতেমা শুধু একটি ধর্মীয় সমাবেশই নয়,বরং এটি ছিল ঈমান, শৃঙ্খলা, ত্যাগ ও মানবকল্যাণের এক অনন্য উদাহরণ। বিশ্বের বহু দেশ থেকে আগত প্রতিনিধি ও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের উপস্থিতিতে পুইনান প্রান্তর পরিণত হয়েছিল এক বিশাল আধ্যাত্মিক মিলনক্ষেত্রে। আল্লাহর পথে চলার আহবান, নামাজের গুরুত্ব,চরিত্র গঠন, মানবসেবার শিক্ষা - এই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বয়ান ইজতেমার মূল আকর্ষণ ছিল।ধর্ম-বর্ণ-ভাষার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছিলেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।এই মহতী উদ্যোগকে সফল করতে হাজার হাজার মানুষ দিনরাত এক করে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কেউ শ্রম দিয়ে,কেউ অর্থ দিয়ে,আবার কেউ সময় ও আন্তরিকতা দিয়ে এই ইজতেমার সাফল্যে অবদান রেখেছেন। স্বেচ্ছাসেবক দলগুলির শৃঙ্খলাবদ্ধ কাজ, খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা,চিকিৎসা পরিষেবা - সব মিলিয়ে এক নিখুঁত ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।পুলিশ প্রশাসন,ফায়ার সার্ভিস, ট্রাফিক কন্ট্রোল বিভাগ সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা অত্যন্ত দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য

পালন করেছেন। লক্ষাধিক মানুষের সমাগম সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের এই পারস্পরিক সহযোগিতা সামাজিক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিল আল্লাহ পাকের অসীম করুণা ও রহমত।তাঁর দয়াতেই এই বিশাল আয়োজন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। সকল অংশগ্রহণকারীর ঈমানের দৃঢ়তা,ত্যাগ ও তিতিক্ষাই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।বিশ্ব ইজতেমার মোনাজাতে মানবজাতির কল্যাণ,শান্তি ও সঠিক পথের জন্য যে দোয়া করা হয়েছে, তা সকলের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে।সব মিলিয়ে, পুইনানে অনুষ্ঠিত এই বিশ্ব ইজতেমা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়,বরং এটি ছিল মানবিক মূল্যবোধ, আত্মশুদ্ধি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক মহান উপলক্ষ্য।এই ইজতেমা আগামী দিনে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রেরণা হয়ে থাকবে,নিশ্চিত বলা যায়।এই বিশ্ব ইজতেমা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে,তা হল - সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা,সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও পারস্পরিক সমন্বয়।যদিও এটি ইসলাম ধর্মীয় সমাবেশ,তবু এর মূল শিক্ষা মানবিকতা,শান্তি, সহনশীলতা ও পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ - যা সব ধর্মেরই মূল সুর।এই বিশাল আয়োজনকে সফল করতে যে ঐক্য ও সহযোগিতা দেখা গেছে,তা ধর্মীয় সীমারেখা অতিক্রম করে এক মানব বন্ধনের পরিচয় দেয়।প্রশাসন থেকে স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় মানুষ - সবাই নিজ নিজ ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে একসাথে কাজ করেছেন।এটাই প্রমাণ করে যে ধর্ম কখনও বিভাজনের নয়, বরং সমন্বয়ের পথ দেখায়।বিশ্ব ইজতেমা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ভিন্ন বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখেই একটি সুন্দর,সুস্থ ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।এই শিক্ষা আজকের বিশ্বের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি।

প্রকাশিত হল খবর সোজাসুজি পত্রিকা আয়োজিত অনলাইন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ফলাফল

নিজস্ব প্রতিবেদন - আজ প্রকাশিত হল খবর সোজাসুজি পত্রিকা আয়োজিত অনলাইন আবৃত্তি,সঙ্গীত,নৃত্য,রিলস, হাতের লেখা চিঠি ও সেলফি প্রতিযোগিতার ফলাফল।আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য প্রথম,দ্বিতীয়,তৃতীয় সহ মোট ৭ জনকে পুরস্কার দেওয়া হবে।সেলফি,রিলস,হাতের লেখা চিঠি, নৃত্য এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ব্যক্তিকে পুরস্কার দেওয়া হবে,দেওয়া হবে টিফিন।সফল প্রতিযোগীদের আগামী রবিবার ১৮ জানুয়ারি,২০২৬ শিপতাই হাইস্কুলে আয়োজিত খবর সোজাসুজি'র বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে দেওয়া হবে বিশেষ পুরস্কার।১৮ তারিখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মঞ্চ থেকেই পুরস্কার গ্রহণ করতে হবে। আবৃত্তি,সঙ্গীত,নৃত্য,রিলস হাতের লেখা চিঠি ও সেলফি প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন আপনাদের প্রত্যেককেই জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ,আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।১৮ জানুয়ারি,২০২৬ শিপতাই হাইস্কুলে খবর সোজাসুজি'র বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল।খবর সোজাসুজি আয়োজিত অঙ্কন ও আলপনা প্রতিযোগিতায় নথিভুক্ত অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে দেওয়া হবে বিশেষ পুরস্কার।প্রত্যেক প্রতিযোগীকে দেওয়া হবে টিফিন।মনে রাখবেন, অঙ্কন ও আলপনা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও সকল প্রতিযোগীকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মঞ্চ থেকেই পুরস্কার গ্রহণ করতে হবে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম - হৃদেশা দেবনাথ, বাড়ি - মানিকপুর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। দ্বিতীয় - নাজরিয়া নাজিম, বাড়ি - ধনেখালি, হুগলি।তৃতীয় - অহনা পোড়েল, বাড়ি - বড়টিকরা, জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান। চতুর্থ - মনিমালা চ্যাটার্জী, বাড়ি - গুড়াপ, হুগলি।পঞ্চম - অপূর্ব পোড়েল, বাড়ি - বড়টিকরা, জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান। ষষ্ঠ - মৌসুমী মন্ডল সাঁতরা,বাড়ি - ভান্ডারহাটি,হুগলি এবং সায়ন সিংহরায়, বাড়ি - হরিপাল, হুগলি।রিলস প্রতিযোগিতায় প্রথম - তন্ময় কোলে, বাড়ি - খাজুরদহ,গুড়াপ,হুগলি।দ্বিতীয় - সুরন্যা দে, বাড়ি - পলাশী,গুড়াপ,হুগলি এবং তৃতীয় - চৈতালী গোস্বামী, বাড়ি - তারকেশ্বর,হুগলি। নৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম - সুরন্যা দে, বাড়ি - পলাশী,গুড়াপ,হুগলি। দ্বিতীয় - প্রেয়সী মন্ডল, বাড়ি - শ্যামপুর,পুরশুড়া, হুগলি এবং তৃতীয় - সম্প্রীতি দাস,বাড়ি - পায়সা,ধনেখালি, হুগলি। সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম - জলি মুখোপাধ্যায়, বাড়ি - কুলিন গ্রাম, জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান। দ্বিতীয় - অরুণিমা ঘোষাল, বাড়ি - শিবপুর,খাজুরদহ, হুগলি এবং তৃতীয় - মনিমালা চ্যাটার্জী, বাড়ি - গুড়াপ,ধনেখালি, হুগলি। সেলফি প্রতিযোগিতায় প্রথম - রিয়া বিশ্বাস,বাড়ি - চাকদা,নদীয়া।দ্বিতীয় - মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়, বাড়ি - শ্রীমানপুর, জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান এবং তৃতীয় - মঞ্জু দত্ত,বাড়ি - খানপুর, হুগলি।হাতের লেখা চিঠি প্রতিযোগিতায় প্রথম - সিদ্ধেশ্বর দত্ত, বাড়ি - খানপুর,ধনেখালি,হুগলি।দ্বিতীয় - সোমনাথ দাস,বাড়ি - শিপতাই, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং তৃতীয় - মনিমালা চ্যাটার্জী, বাড়ি - গুড়াপ,ধনেখালি, হুগলি।

(প্রথম পাতার পর)

এক নজরে

চাই।নওসাদকে এত ভয় ! তৃণমূলের প্রধান শত্রু কে,বিজেপি না আইএসএফ ? বোঝা দায় !

- উত্তর প্রদেশের পর এবার রাজস্থান সরকারও স্কুলে অন্তত ১০ মিনিট খবরের কাগজ পড়া বাধ্যতামূলক করল পড়ুয়াদের জন্য।
- একদিকে বলা হচ্ছে স্কুলে ছাত্র ছাত্রীরা মোবাইল ফোন আনতে পারবে না,অন্যদিকে আবার সরকার থেকেই ছাত্র ছাত্রীদের মোবাইল ফোন কেনার টাকা দেওয়া হচ্ছে ! এটা কি দ্বিচারিতা নয় ? উঠছে প্রশ্ন।
- এখন যত্রতত্র মিনি।একটা মাঠে পাঁচ সাতটা করে মিনি ! ভূগর্ভস্থ জল দেদার তুলে নেওয়া হচ্ছে। জলস্তর দিন দিন কমছে।এতো মিনির পারমিশন প্রশাসন দিচ্ছে কিভাবে ? উঠছে প্রশ্ন।
- "আইএসএফের ঝড় আটকাতে পারবে না।ছাব্বিশের নির্বাচনে ডবল ডিজিটের বিধায়ক বিধানসভায় যাবে আইএসএফের পক্ষ থেকে। পারলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে লড়াইয়ে আসুন", তৃণমূলকে নিশানা করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।
- গ্রিটিংস কার্ড এখন লুপ্তপ্রায়। এখন আর বাজারে দেখা মেলে না গ্রিটিংস কার্ডের।ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে এখন আর গ্রিটিংস কার্ড নয়,হোয়াটস অ্যাপে মেসেজে আসছে দিনভর।
- ধনেখালি বিধানসভার দায়িত্ব পেলেন বেচারাম মান্না ! বিধানসভা ভোটের আগে বড় চমক।বড় দায়িত্ব দেওয়া হল বেচারাম মান্নাকে,করা হল হুগলি জেলার কোঅর্ডিনেটর।ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর হিসেবে ধনেখালি,চন্দননগর এবং সিঙ্গুর বিধানসভার দায়িত্ব দেওয়া হল বেচারাম মান্নাকে।
- বাজারে চলছে না ছোটো এক টাকার কয়েন।ছোটো এক টাকার কয়েন অচল নয়,রিজার্ভ ব্যাংকের প্রচার সত্ত্বেও হচ্ছে না কাজ।গ্রাম বাংলায় অচল ছোটো এক টাকার কয়েন !
- চন্ডীতলা থানার নতুন ওসি হলেন বাপি হালদার।বদলি হয়ে গেলেন চন্ডীতলা থানার ওসি অনিল রাজ।অনিলবাবুকে পান্ডুয়া থানায় বদলি করা হয়েছে।
- পঞ্চায়েতের এনওসি ছাড়াই পুকুরের মাটি কাটার অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ জামালপুর বিএলআরও'র বিরুদ্ধে।আবুজহাটি ১ নং পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা।
- ইডির হানা আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈন'র বাড়িতে এবং আইপ্যাকের অফিসে।কাজে বাধাদান এবং ফাইল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ।আদালতে ইডি। চলছে চাপান উতোর।
- এবার নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে এসআইআর হেয়ারিং নোটিশ পাঠালো নির্বাচন কমিশন ! বাবা/মায়ের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য ১৫ বছরের কম হওয়ার কারণে নোটিশ !

আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈন'র বাড়িতে এবং আইপ্যাকের অফিসে ইডির অভিযানের প্রতিবাদে মেহেমুদ খাঁনের নেতৃত্বে পথে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।

ইডির কাজে বাধা দানের অভিযোগ,প্রতিবাদে পথে বিজেপি।ইডির কাজে বাধা দানের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চন্দননগর গঞ্জের মোড়ে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল এবং রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত অবরোধ চলার পর পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায় বলে জানা গেছে

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and printing press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103